

ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুলে বিজ্ঞান মেলা

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি., ঢাকা এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুলে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হয়েছে বিজ্ঞান মেলা।



‘জানবো, শিখবো, গড়বো ভবিষ্যৎ’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকালে ঢাকা ক্রেডিটের বোর্ড ডিরেক্টর ডন এ. অধিকারী বিজ্ঞান মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।



সেই সাথে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের সুপারভাইজারী কমিটির সদস্য সমীরন সমর ভৌমিক, চীফ অফিসার সুইটি শিশিলিয়া পিউরীফিকেশন, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির অভিভাবক সদস্য অন্তর মানখিন ও কামরুন নাহার (মনি), ঢাকা ক্রেডিট নদা সেবা কেন্দ্রের সিনিয়র ম্যানেজার ডমিনিক কাজল ডি' কস্তা এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক রতন পিটার গমেজসহ অন্যান্য শিক্ষক মন্ডলী, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।



প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডন এ. অধিকারী বলেন, “আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সকল কিছুতেই বিজ্ঞান রয়েছে। সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে ঘুমানো পর্যন্ত আমাদের বিজ্ঞানের ব্যবহার করতে হয়।”



তিনি শিক্ষার্থীদের উক্ত বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, “তোমরা আজকে ছোট পরিসরে প্রজেক্ট তৈরি করে বিজ্ঞান মেলায় অংশ নিয়েছো কিন্তু ভবিষ্যতে আরো বড় পরিসরে এই মেলা হবে এবং তোমাদের প্রজেক্টও বাড়বে।”

স্কুলের শিক্ষার্থীরা চারটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ৩২ টি প্রজেক্ট বিজ্ঞান মেলায় উপস্থাপন করে। এই বিজ্ঞান মেলায় উপস্থাপিত প্রজেক্টগুলোর মধ্যে প্রাধান্য পায় গ্যাস লিকেজ সিগন্যাল, টেরিরিয়াম জলবিদ্যুৎ, এয়ার ক্লিনার প্লান্ট, টেসলা কয়েল এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সাপ্লাই, অটোমেটিক স্ট্রীট লাইট, ভূমিকম্প সতর্কতা যন্ত্র, ভূমিকম্প প্রতিরোধক নিরাপদ ভবন, সৌর বিদ্যুৎ।



এছাড়াও প্রজেক্টের মধ্যে ছিল ভাসমান সজি, বাগান, বাটার ফ্লাই গার্ডেন, পরিবেশ বান্ধব মডেল সিটি, লাইড্রোলিক ব্রিজ টারবাইন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, পানির ফিল্টার।



বিজ্ঞান মেলায় দেখানো হয় সৌরজগতের মডেল, আগ্নেয়গিরি, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মডেল, বায়ুর ওজন পরিমাপক পদ্ধতি, অক্সিজেনের সাহায্যে আলো জ্বলে, আলো কিভাবে সরল পথে চলেসহ অন্যান্য প্রজেক্ট।



উদ্বোধনের পরে অতিথিবৃন্দ বিজ্ঞান মেলায় বিভিন্ন মডেল পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষার্থীরা তাদের মডেলের ধারণা তুলে ধরেন। একই সাথে অতিথিবৃন্দ ক্ষুদ্রে এই বিজ্ঞানীদের উৎসাহ প্রদান করেন।



সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৪ টা পর্যন্ত মেলা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকে। বিচারকবৃন্দ বিজ্ঞান মেলায় প্রজেক্ট ঘুরে দেখেন এবং মূল্যায়ন করেন।